ISSN 1991-8976

RAJSHAHI UNIVERSITY LAW JOURNAL

FACULTY OF LAW
RAJSHAHI UNIVERSITY
2006

ARTICLES

Dower in history and it's significance in Islamic law

The Emergence of Plantation Labour in Bengal: A historical and legal study

The Convention on the Rights of the Child, 1989: Its Success or Failure after 17 years

The concept of Islamic Law and its application in Bangladesh

Hiring and Firing of Securities Regulators in Bangladesh and Australia: A Comparative Review

Rights and Care for Elderly People : Bangladesh Perspective

The Law of Maintenance and its Implementation in Bangladesh: A Comparative Study

The Nexus between Electronic and Paper Evidence under the Evidence Act, 1872

Inheritance of Orphan Grandchildren under Islamic law of Succession: A study of the impact of section 4 of the Muslim Family Laws Ordinance, 1961

পঞ্চম জাতীয় সংসদে গঠিত কতিপয় গুরত্বপূর্ণ কমিটি: একটি পর্যালোচনা

বাংলাদেশের শিকস্তি ও পয়স্তি আইন : একটি পর্যালোচনা

ইসলামে মোহরানার অধিকার ও বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট ঃ একটি পর্যালোচনা

সাইবার ক্রাইম : আইন প্রয়োগ, সমস্যা ও উত্তরণের উপায় অনুসন্ধান

শিশু নির্যাতন এবং শিশু অধিকার ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

বাংলাদেশে টিপাইমুখ বাঁধ এর প্রভাব ঃ একটি আইনী পর্যালোচনা

Abstract on the Project Legal Rights of the Child: Policy and Enforcement in Bangladesh, 1995

Scanned with CamScanner

ISSN 1991-8976

Rajshahi University Law Journal

Volume 03 2006

Published by:
Dean
Faculty of Law
Rajshahi University
Rajshahi- 6205
Bangladesh

FACULTY OF LAW
UNIVERSITY OF RAJSHAHI

Scanned with CamScanner

Rajshahi University Law Journal 2006

Editorial Board

Editor **Professor Dr. Begum Asma Siddiqua**
Dean, Faculty of Law, RU

Member **Professor Dr. A B Siddique**
Department of Law & Justice, RU

Professor A F M Mohsin
Department of Law & Justice, RU

Dr. Mohammad Abdul Hannan
Department of Law & Justice, RU

Sayeeda Anju
Department of Law & Justice, RU

Scanned with CamScanner

Rajshahi University Law Journal

FACULTY OF LAW

UNIVERSITY OF RAJSHAHI

Volume 03 2006

Published by

Dean

Faculty of Law

Rajshahi University

Rajshahi- 6205

Bangladesh

© Reserved by the Publisher

Cover Design & Printed by

B T S Commercial Institute

Benodpur Bazar, Rajshahi

Printed at:

Barendra Printing Press & Packaging

Sapora, Rajshahi

Subscription Rates

For Individuals: **Tk. 100.00 US$ 20** (without postage)

For Organisation: **Tk. 150.00 US$ 30** (without postage)

[Published in December 2006]

Scanned with CamScanner

Rajshahi University Law Journal 2006

Authors' Name	Article	Page
Dr. Begum Asma Siddiqua	Dower in history and it's significance in Islamic law	1-10
Dr. Md. Gholam Kibria	The Emergence of Plantation Labour in Bengal: A historical and legal study	11-22
Dr. Mohammad Abdul Hannan M. Ahsan Habib	The Convention on the Rights of the Child, 1989: Its Success or Failure after 17 years	23-36
Dr. Muhammad Faiz-ud-Din	The concept of Islamic Law and its application in Bangladesh	37-46
Dr. S M Solaiman	Hiring and Firing of Securities Regulators in Bangladesh and Australia: A Comparative Review	47-70
Md. Ahsan Kabir	Rights and Care for Elderly People : Bangladesh Perspective	71-84
Md. Delower Hossain	The Law of Maintenance and its Implementation in Bangladesh: A Comparative Study	85-96
Zulfiquar Ahmed	The Nexus between Electronic and Paper Evidence under the Evidence Act, 1872	97-112
Muhammad Ekramul Haque	Inheritance of Orphan Grandchildren under Islamic law of Succession: A study of the impact of section 4 of the Muslim Family Laws Ordinance, 1961	113-124
ড. রাকিবা ইয়াসমিন	পঞ্চম জাতীয় সংসদে গঠিত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ কমিটি: একটি পর্যালোচনা	125-144
মো. আব্দুল আলীম	বাংলাদেশের শিকস্তি ও পয়স্তি আইন : একটি পর্যালোচনা	145-156
মো. আব্দুর রহিম মিয়া	ইসলামে মোহরানার অধিকার ও বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট ঃ একটি পর্যালোচনা	157-178
মুসতাক আহমেদ মো. সাহাল উদ্দীন	সাইবার ক্রাইম : আইন প্রয়োগ, সমস্যা ও উত্তরণের উপায় অনুসন্ধান	179-200
সালমা আখতার খানম	শিশু নির্যাতন এবং শিশু অধিকার ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ	201-222
মোসা. সাঈদা আঞ্জু সারাওয়াত রশীদ	বাংলাদেশে টিপাইমুখ বাঁধ এর প্রভাব ঃ একটি আইনী পর্যালোচনা	223-238
A F M Mohsin	Abstract on the Project Legal Rights of the Child: Policy and Enforcement in Bangladesh, 1995	239

Scanned with CamScanner

Rajshahi University Law Journal, 2006: **125-144**

পঞ্চম জাতীয় সংসদে গঠিত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ কমিটিঃ একটি পর্যালোচনা

ড. রাকিবা ইয়াসমিন*

Abstract

The people of Bangladesh fought for achieving liberation and restoration of democracy against the internal and foreign domination for quite a long time. The liberation war of 1971 though helped establishing parliamentary democracy for a short span of time, but it came to a stop with the promulgation of one-party presidential type of government in 1975. Thenceforth the military administration and autocratic rule in various forms continued in Bangladesh till 1990. The mass uprising of 1990 facilitated the reintroducing of democratic environs in Bangladesh. The members of National Assembly elected by the people in the general election of February 27, 1991 passed the 12^{th} Reform bill of the Constitution in September 18, 1991, and this reintroduced parliamentary democracy in Bangladesh. Thus the Committee System as the most vital point of the 5^{th} Parliament of Bangladesh was to be effectively activated. This paper aims at ascertaining the working of some parliamentary committees formed in the 5^{th} Parliament of Bangladesh.

ভূমিকা

১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর রক্তক্ষয়ী গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে এরশাদ সরকারের পতন ঘটে এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে ২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১ বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে অবাধও সুষ্ঠু নির্বাচনের মধ্য দিয়ে পঞ্চম জাতীয় সংসদ গঠিত হয়।[১] পঞ্চম জাতীয় সংসদে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুকূলে বাংলাদেশে কমিটি ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়। বাংলাদেশ সংবিধানের ৭৫ অনুচ্ছেদের বিধানের আলোকে সংসদীয় কমিটিসমূহ গঠন করা হয়। ৭৬ অনুচ্ছেদের (১) দফায় সংসদ সদস্যদের নিয়ে সরকারি হিসাব কমিটি বিশেষ অধিকার কমিটি ও 'অন্যান্য স্থায়ী কমিটি' গঠনের বিধান করা হয়েছে। ৭৬ (২) ও (৩) অনুচ্ছেদে বিভিন্ন সংসদীয় কমিটির ক্ষমতা ও অধিকার নির্দেশ করা হয়েছে। সংসদের ও সংসদীয় কমিটিগুলোর কার্যক্রম পরিচালিত হয় সংসদীয় বিধি (Rules of Procedure) অনুসারে। আইনসভা কর্তৃক নিযুক্ত উহার কিছু সংখ্যক সদস্য নিয়ে বিভিন্ন কমিটি গঠিত হয়। সংসদীয় কমিটিগুলোতে বিভিন্ন দলীয় সদস্যদের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব থাকে। কমিটিগুলোর অধীনে উপকমিটি গঠনের বিধান আছে। কমিটির বৈঠক ও শুনানী গোপনীয়ভাবে প্রতিবেদন ছাপিয়ে সংসদে উত্থাপিত হয় এবং

---

* *সহযোগী অধ্যাপক, রাষ্ট্রনীতি ও লোক প্রশাসন বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া*

১ তারেক এম টি রহমান, সংবিধানের এয়োদশ সংশোধনী ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রসঙ্গ, তারেক শামসুর রেহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশ রাজনীতি ২৫ বছর* (ঢাকা: মাওলা ব্যাদার্স, ১৯৯৮), পৃ. ১৪১।

রাষ্ট্রীয় দলিলে পরিণত হয়। ১৯৯৬ সালের ৩০ জুলাই অনুষ্ঠিত কার্য উপদেষ্টা কমিটির এক সভায় সংসদীয় কমিটিগুলো গোপন বৈঠকের বিধান বাতিল করা হয়েছে। সরকারি দলের উদ্যোগে গৃহীত সিদ্ধান্তে বলা হয়, সরকারের জবাবদিহিতাও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যেই সব সংসদীয় কার্যক্রম সাংবাদিকসহ সবার জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে।[২]

সংসদীয় বিভিন্ন কমিটি খসড়া বিল বিবেচনা, সংসদীয় প্রস্তাব পরীক্ষা, পর্যালোচনা, সরকারও সামগ্রিক প্রশাসনের কার্যক্রম পরীক্ষাও প্রয়োজনীয় তদন্ত অনুসন্ধান পরিচালনা করতে পারে। পঞ্চম জাতীয়সংসদ পর্যাপ্ত কমিটি কাঠামো তৈরী করেছিল। স্থায়ী কমিটিগুলো সংসদের দৈনন্দিন কাজ, সংসদ সদস্যদের সুবিধাদি প্রদান, নির্বাহী বিভাগের অর্থনৈতিক ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ, নির্দিষ্ট বিষয়ে তদন্ত ও পর্যবেক্ষণ এবং মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনের কার্যক্রম পরীক্ষা নিরীক্ষা করে। এছাড়া নির্দিষ্ট বিল ও বিষয় পর্যালোচনা এবং প্রস্তাব উপস্থাপনের জন্য অস্থায়ী ভিত্তিতে সিলেক্ট ও বিশেষ কমিটি গঠিত হয়। পঞ্চম জাতীয় সংসদ পর্যাপ্ত কমিটি কাঠামো তৈরী করেছিল। পঞ্চম জাতীয় সংসদে ৫১টি কমিটি কাজ করেছে।[৩] আল মাসুদ হাসানুজ্জামান বাংলাদেশের সংসদের আওতায় গঠিত ৫১টি স্থায়ী কমিটিকে ৪টি গ্রুপে বিভক্ত করেছেন। এগুলোর মধ্যে মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত ৩৫টি, অর্থ নিরীক্ষার ৪টি, অন্যান্য স্থায়ী কমিটি ৮টি ও ৪টি বিশেষ বিষয়ে গঠিত কমিটি ছিল।

সারণি ১[৪]

সংসদের স্থায়ী কমিটিসমূহের গ্রুপ বিভক্তিকরণ

মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কমিটি	অর্থ নিরীক্ষা কমিটি	অন্যান্য স্থায়ী কমিটি	বিশেষ কমিটি	মোট
প্রতি মন্ত্রণালয়ের জন্য স্থায়ী কমিটি	১. সরকারি হিসাব ২. অনুমিত হিসাব ৩. সরকারি প্রতিশ্রুতি ৪. সরকারি প্রতিষ্ঠান	১. পিটিশিন ২. কার্যপ্রণালী বিধি সম্পর্কিত ৩. কার্য-উপদেষ্টা ৪. বেসরকারি সদস্য বিল ৫. সংসদ ৬. লাইব্রেরী ৭. বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত ৮. বাছাই কমিটি	বিশেষ বিষয়ে গঠিত কমিটি	
৩৫	৪	৮	৪	৫১

[২] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ৩১ জুলাই, ১৯৯৬।

[৩] বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, কমিটির শাখা (২) থেকে সংগৃহীত।

[৪] আল মাসুদ হাসানুজ্জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৪।

Scanned with CamScanner

স্থায়ী কমিটিগুলো বৈঠকে সংশ্লিষ্ট শীর্ষস্থানীয় আমলাও বিশেষজ্ঞগণ উপস্থিত থাকেন। কমিটি বৈঠকে সাংসদগণ সংশ্লিষ্ট আমলা-বিশেষজ্ঞদের কাছে থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির বিস্তৃত ব্যাখ্যা-বর্ণনা সংগ্রহ করতে পারেন। এসব বৈঠকে গণমাধ্যমে ও অন্যান্য আশা-আকাঙ্খা ও ইচ্ছার বাস্তবায়ন এবং তাদের অভাব অভিযোগের সুরাহা করতে সংসদ সদস্যগণ আমলা ও বিশেষজ্ঞদের ওপর তত্ত্বাবধান নিশ্চিত করার সুযোগ পান। বস্তুত একটি গণমুখী ও গতিশীল প্রশাসন প্রতিষ্ঠিত করা, সরকারকে জবাবদিহিতার আওতায় রাখা, দুর্নীতি ও অনিয়ম উচ্ছেদ করে স্বচ্ছ প্রশাসন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এ কমিটি বৈঠক সুদূর প্রসারী ও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। আলোচ্য প্রবন্ধে পঞ্চম জাতীয় সংসদে গঠিত কমিটিগুলোর মধ্যে স্থায়ী, অর্থ ও নিরীক্ষা এবং বিশেষ বিষয়ে গঠিত কমিটিসমূহের উপর আলোকপাত করা হলো।

কমিটি গঠন

বাংলাদেশ পঞ্চম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনকালে ৩টি সংসদীয় কমিটি মনোনীত ও গঠন করা হয়। অধিবেশনের দ্বিতীয় বৈঠকে স্পীকার জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২১৯ বিধি অনুসারে ১৫ সদস্য সমন্বয়ে 'কার্য-উপদেষ্টা কমিটি' এবং ২৪৯ বিধি অনুসারে ১২ জন সদস্য সমন্বয়ে 'সংসদ কমিটি' মনোনীত করেন।[৫]

অধিবেশনের দশম বৈঠকে ২২২ বিধি অনুসারে ১০ জন সদস্য প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতার প্রস্তাবক্রমে 'বেসরকারি সদস্যদের বিল এবং বেসরকারি সদস্যদের সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটি' গঠন করা হয়।[৬]

দ্বিতীয় অধিবেশনকালে ৫টি সংসদীয় কমিটি, ১টি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, ১টি বিশেষ কমিটি ও ২টি বিল সম্পর্কিত বাচাই কমিটি মোট ৯টি কমিটি গঠন করা হয়। অধিবেশনের ১৬তম বৈঠকে কার্যপ্রণালী বিধির ২৩৪ বিধি অনুসারে ১৫ জন সদস্য সমন্বয় 'সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি', ২৩৬ বিধি অনুসারে ১০ জন সদস্য সমন্বয়ে 'অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটি', ২৩৯ বিধি অনুসারে ১০ জন সদস্য সমন্বয়ে 'সরকারি প্রতিষ্ঠান কমিটি', ২৬৪ বিধি অনুসারে ১২ জন সদস্য সমন্বয়ে 'কার্যপ্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি'[৭] এবং অধিবেশনের ২১ তম বৈঠকে ২৪০ বিধি অনুসারে ১০ জন সদস্য সমন্বয়ে 'বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি' গঠন করা হয়।[৮] অধিবেশনের

---

৫ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বিতর্ক, খণ্ড-১, সংখ্যা-১০, ২৪ এপ্রিল ১৯৯১।

৬ বিতর্ক, খণ্ড-২, সংখ্যা-১৬, ৮ জুলাই ১৯৯১।

৭ বিতর্ক, খণ্ড-২, সংখ্যা-২১, ১৫ জুলাই ১৯৯১।

৮ বিতর্ক, খণ্ড-২, সংখ্যা-১৬, ৮ জুলাই ১৯৯১।

Scanned with CamScanner

১৬তম বৈঠকে কার্যপ্রণালী বিধির ২৪৭ বিধি অনুসারে ১০ জন সদস্য সমন্বয়ে 'আইন ও বিচার মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি' গঠন করা হয়।[৯]

অধিবেশনের ১৭তম বৈঠকে সংসদে উত্থাপিত 'সংবিধান (একাদশ সংশোধন) বিল' ১৯৯১ সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রদানের জন্য আইন ও বিচার মন্ত্রীর প্রস্তাবনায় ২২৫ বিধি অনুযায়ী ১৫ সদস্য সমন্বয়ে ১টি বিল সম্পর্কিত বাচাই কমিটি গঠন করা হয় এবং এ কমিটিতে আইন ও বিচার মন্ত্রীর প্রস্তাবক্রমে 'সংবিধান (দ্বাদশ সংশোধনী) বিল' ১৯৯১ বিরোধী সংবিধান দলীয় উপ-নেতা আবদুস সামাদ আজাদের প্রস্তাবক্রমে তাঁর উত্থাপিত একটি সংবিধান (সংশোধন) বিল ১৯৯১ সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রদানের জন্য অর্থাৎ সংসদে উত্থাপিত আইন ও বিচার মন্ত্রীর ২টি ও বিরোধী দলীয় উপনেতার ৪টি মোট ৬টি সংবিধান সংশোধন বিল সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রদানের জন্য উক্ত বাছাই কমিটিতে পাঠানো হয়।[১০]

অধিবেশনের ৭ম বৈঠকে আওয়ামী লীগ সদস্য সালাহ উদ্দিন ইউসুফের প্রস্তাবক্রমে তাঁর উত্থাপিত 'সংবিধান (সংশোধন) বিল, ১৯৯১' সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রদানের জন্য ২২৫ বিধি অনুযায়ী ১১ সদস্য সমন্বয়ে ১টি বিল সম্পর্কিত বাছাই কমিটি গঠন করা হয়।[১১]

অধিবেশনের উনচল্লিশতম বৈঠকে বিরোধী দলীয় চীপ হুইপ মো. নাসিম কর্তৃক আনীত The Indemnity Ordinance, 1975 (১৯৭৫ সালের ৫০নং অধ্যাদেশ) বাতিল বিল ১৯৯১ সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রদানের জন্য ২৬৬ বিধি অনুযায়ী ১৫ সদস্য সমন্বয়ে ১টি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়।[১২]

তৃতীয় অধিবেশনের ১টি সংসদীয় কমিটি গঠন, ৩টি সংসদীয় কমিটি পুনর্গঠন ও ১টি সংসদীয় কমিটির শূন্যপদ পুরণ করা হয় এবং ৩৩টি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কমিটি ও ২টি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়।

অধিবেশনের ১২তম বৈঠকে জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৪৫ বিধি অনুসারে ৮ সদস্য সমন্বয়ে 'সরকারি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটি' গঠন করা হয়। উক্ত

---

৯ বিতর্ক, খণ্ড-২, সংখ্যা-১৭, ৯ জুলাই ১৯৯১।

১০ পূর্বোক্ত।

১১ বিতর্ক, খণ্ড-২, সংখ্যা-৩৯, ৮ জুলাই ১৯৯১।

১২ বিতর্ক, খণ্ড-৩, সংখ্যা-১২, ৩ নভেম্বর ১৯৯১।

অধিবেশনের ২১৯ বিধি অনুযায়ী ১৫ সদস্য সমন্বয়ে মনোনীত 'কার্য উপদেষ্টা কমিটি' পুনর্গঠন করা হয়।[১৩]

অধিবেশনের চতুর্দশতম বৈঠকে ২৪০ বিধি অনুযায়ী ১০ সদস্য সমন্বয়ে 'বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি' এবং ২৬৪ বিধি অনুযায়ী ১২ সদস্য সমন্বয়ে মনোনীত কার্যপ্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি' পুনর্গঠন করা হয়। অধিবেশনের একই বৈঠকে ২৩৪ বিধি অনুসারে ১৫ সদস্য সমন্বয়ে গঠিত 'সরকারি হিসাব সম্পর্কিত' স্থায়ী কমিটির একটি শূন্যপদ পূরণ করা হয়।[১৪]

অধিবেশনের ৭ম বৈঠকে ২৪৬ বিধি অনুসারে প্রতিটি কমিটিতে ১০ জন করে সদস্য সমন্বয়ে ৯টি, ৮ম বৈঠকে ১০টি ও ১৪টি মোট ৩৩টি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কমিটি গঠন করা হয়। এগুলো হচ্ছে, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান, ত্রাণ, শিক্ষা, স্বরাষ্ট্র, যোগাযোগ, শিল্প, শ্রম ও জনশক্তি, সংস্কৃতি বিষয়ক, বাণিজ্য, সংস্থাপন, ডাক ও টেলিযোগাযোগ এবং সেচ পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ, খাদ্য, মৎস্য ও পশু পালন, নৌ-পরিবহণ, বস্ত্র, পূর্ত, অর্থ, তথ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি[১৫] এবং অধিবেশনের দ্বাদশতম বৈঠকে পরিকল্পনা, বন ও পরিবেশে, ভূমি, সমাজকল্যান, যুব ও ক্রীড়া, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়, এনার্জি ও খনিজ সম্পদ, পাট, বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন, কৃষি, ধর্ম বিষয়ক, মহিলা বিষয়ক, পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি।[১৬]

ভূমিকা ও কার্যকারিতা

সরকারি প্রতিষ্ঠান কমিটি

জাতীয় সংসদের ২৩৮ বিধি অনুসারে ১০ সদস্য সমন্বয়ে সরকারি প্রতিষ্ঠান কমিটি গঠিত হয়। যার সভাপতি ছিলেন মিঞা মোহাম্মদ মুনসুর আলি। ৬ জন সরকার দলীয় এবং ৪ জন বিরোধী দলীয় সদস্য নিয়ে গঠিত এ কমিটি ২টি প্রতিবেদন পেশ করে।

কমিটির প্রথম প্রতিবেদনে কমিটি সরকারি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত হিসাবপত্র, অডিট আপত্তি ও কমিটিতে উপস্থাপিত দলিলপত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এবং সংশ্লিষ্ট নির্বাহী কর্তৃপক্ষের বক্তব্য শ্রবণ করে মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের অনিয়ম, ত্রুটি-

---

১৩ বিতর্ক, খণ্ড-৩, সংখ্যা-১৪, ৫ নভেম্বর, ১৯৯১।
১৪ বিতর্ক, খণ্ড-৩, সংখ্যা-৭, ২৭ অক্টোবর, ১৯৯১।
১৫ *পূর্বোক্ত*, বিতর্ক, খণ্ড-৩, সংখ্যা-৮, ২৮ অক্টোবর, ১৯৯১।
১৬ বিতর্ক, খণ্ড-৩, সংখ্যা-১২, ৩ নভেম্বর, ১৯৯১।

Scanned with CamScanner

বিচ্যুতি, অপচয় দুরীকরণ ও প্রতিষ্ঠানকে দুর্নীতিমুক্ত করণের নিমিত্ত কতিপয় সুপারিশ করে।

কমিটির দ্বিতীয় প্রতিবেদনে সভাপতি সরকারি প্রতিবেদন প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত হিসাবপত্র, অডিট আপত্তি ও কমিটিতে উপস্থাপিত দলিলপত্রও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী কর্তৃপক্ষের বক্তব্য শ্রবণ করে 'সোনালী ব্যাংকের' অনেক, ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অপচয় রোধকল্পে এবং প্রতিষ্ঠানকে দুর্নীতিমুক্তকরণের জন্যে কতিপয় সুপারিশ করে। সোনালী ব্যাংকসহ দেশে ব্যবসারত প্রতিষ্ঠানের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অপচয় দুরীকরণ এবং ব্যাংক প্রশাসনকে দুনীতিমুক্তকরণের নিমিত্ত ব্যাংক থেকে অবিলম্বে সব দুর্নীতিপরায়ণ ও অযোগ্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে চিহ্নিত করে আইনানুগ ব্যবস্থা করা এবং জাতীয় স্বার্থে কমিটির সুপারিশসমূহ অবিলম্বে কার্যকরী করা ও দোষী ব্যাংক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, সচিব ও উধ্বর্তন কর্মকর্তাদের বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়েছে। নথি কাগজপত্র ও দলিল-দস্তাবেজসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা ছাড়াও সোনালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মহা-ব্যবস্থাপক, উপ-ব্যবস্থাপক, তত্ত্বাবধায়ক ও প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলীসহ বিভাগীয় কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে আলাপ-আলোচনা করত: তাদের মতামতও ব্যাখ্যা গ্রহণ এবং যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশের মহা- হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রন মহোদয়ের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। কারো প্রতি বিদ্বেষ পোষণ ও আনুকূল্য প্রদর্শন না করে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে এবং সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ করে :

১) অসাধু ঋণ গ্রহীতা ও পদের সহযোগী দর্নীতিপরায়ন ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারী,
২) অনিয়মিতভাবেও উপযুক্ত 'অতিরিক্ত জামানত' ছাড়া ঋণ প্রদান সুপারিশকারী,
৩) প্রতারণা ও জালিয়াতির মাধ্যমে নিজে বা অন্য কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগসাজসে ব্যাংকের অর্থ ও সম্পদ আত্মসাৎকারী,
৪) প্রচলিত নিয়ম উপেক্ষা করে বিনা মার্জিনে ঋণপত্র খোলা ও অবৈধভাবে ব্যাংকের পক্ষে কার্যাদেশ প্রদান এবং চুক্তি সম্পাদনকারী,
৫) জানামতে আয়ের সাথে সংগতিহীন (নামে-বেনামে) ঋণ সম্পদের অধিকারী, এবং
৬) ব্যাংকের সম্পদ অপহরণকারীকে অবিলম্বে চিহ্নিতকরণ ও তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং খেলাপী ঋণ গ্রহীতাসহ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের দায়ী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সম্পদ আটক করে অনাদায়ী ব্যাংক ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।

সব অমীমাংসিত অডিট আপত্তিসমূহ এক মাসের মধ্যে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করে কমিটিতে প্রতিবেদন প্রদানের নির্দেশ প্রদান করা হয় কিন্তু উক্ত আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তি বা কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন অদ্যাবধি কমিটিতে পাওয়া যায়নি। সরকারি প্রতিষ্ঠান কমিটির সুনির্দিষ্ট সুপারিশ অগ্রাহ্য করে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি না করার জন্য কমিটি দোষী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিস্বরূপ ১৫ দিনের বেতন/ ভাতা সরকরি নিয়ম-কানুন অনুযায়ী জব্দ করা ছাড়াও পরবর্তী ২ বছর বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে ও এক মাসের মধ্যে সব অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করার জন্য নির্দেশ দান করা হয়েছে।

সরকারি হিসাব কমিটি

অডিট প্রতিবেদন পরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ করার জন্য ১৯৯১ সালের জুলাই মাসের ৮ তারিখে এ কমিটি গঠন করা হয়। ১৫ জন সদস্য নিয়ে এ কমিটি গঠিত হয়। সরকারি দল থেকে ৮ জন এবং বিরোধী দল থেকে ৭ জনকে নিয়ে এ কমিটি গঠিত হয়। কিন্তু পরবর্তীতে কিছু সদস্যের মন্ত্রী পদে নিয়োগ ও মৃত্যু ইত্যাদি কারণে সদস্যদের পরিবর্তন সাধিত হয়। পুন:গঠিত কমিটির সভাপতি ছিলেন সরকারি দল বিএনপি'র সংসদ সদস্য এল কে সিদ্দিকী। এ কমিটির অনুষ্ঠিত বৈঠকের সংখ্যা ছিল মোট ৫০ টি এবং চারটি প্রতিবেদন সংসদে পেশ করা হয়।

এ কমিটি ৮৩০ টি অডিট আপত্তি পর্যালোচনা করে চতুর্থ জাতীয় সংসদে সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির কার্যকালে যে ১৭টি মন্ত্রণালয়ের ১৯৮৪-৮৫ সংকলনের অডিট আপত্তিসমূহ পরীক্ষা সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয়নি, কমিটি সে সব মন্ত্রণালয় বিভাগের অডিট আপত্তির ওপর আলোচনা সমাপ্ত করে ১৯৮৪-৮৫ সালের আগেকার অডিট প্রতিবেদন ও হিসাবসমূহ পরীক্ষা করে। বস্ত্র শিল্প কর্পোরেশনের অধীনস্থ ৮টি মিলের অডিট আপত্তি এবং মিলসমূহের সার্বিক বিষয়াবলী সম্পর্কে আলোচনা করে। আলোচনার ফলাফল সম্বলিত কমিটির প্রথম প্রতিবেদন ১২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদে পেশ করা হয়। দ্বিতীয় প্রতিবেদন কমিটি মন্ত্রণালয় সংস্থাসমূহের সর্বমোট ৩৮২ টি অডিট আপত্তির ওপর আলোচনা করেছে। তন্মধ্যে ১৩০টি অডিট আপত্তির জবাব কমিটির কাছে সন্তোষজনক বিবেচিত হওয়ায় গৃহীত হয় এবং অবশিষ্ট ২৫২টি অডিট আপত্তির ওপর কমিটি সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করে। উল্লেখ্য যে, যেহেতু চতুর্থ সংসদের সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির বৈঠকে আলোচিত রেলওয়ে বিভাগের ১০২টি, পাট মন্ত্রণালয়ের ৩৬টি এবং আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়ের ৬টি অডিট আপত্তির ওপর কোন প্রতিবদেন প্রণীত হয়নি। বিধায় এসব অডিট আপত্তি সর্ম্পর্কেও কমিটি সুপারিশ করেছে। দ্বিতীয় প্রতিবেদন জাতীয় সংসদে পেশ করা হয় ৫ আগস্ট, ১৯৯২। দ্বিতীয় প্রতিবেদন পেশ করার পর মূল কমিটি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থার ১৯৮৪-৮৫ সংকলনের অডিট

Scanned with CamScanner

আপত্তি ও অন্যান্য বিষয়াদির ওপর আলোচনা করে। উক্ত বৈঠকসমূহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থাসমূহের সর্বমোট ৩৫৮টি অডিট আপত্তি আলোচিত হয়। তন্মধ্যে ১৩৯টি অডিট আপত্তির জবাব কমিটির কাছে সন্তোষজনক বিবেচিত হওয়ায় ঐগুলো মীমাংসিত বলে গৃহীত হয়। ২৭টি আপত্তি অডিটের যাচাই সাপেক্ষে গৃহীত হয় এবং অবশিষ্ট ১৯২টি অডিট আপত্তির ওপর কমিটি সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করে।

তৃতীয় প্রতিবেদন পেশ করা হয় ১৯৯৩ সালের জুলাই মাসে। তৃতীয় প্রতিবেদন পেশ করার পর মূল কমিটির মোট ১৬টি এবং উপ-কমিটিগুলোর ৩৪টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। মূল ও উপ-কমিটিগুলোর মোট ৫০টি বৈঠকে ১৯টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিভিন্ন বছরের (মূলত: ১৯৮৪-৮৫ সালের) অডিট প্রতিবেদনের অন্তর্ভুক্ত সর্বমোট ৪১৯টি অডিট আপত্তি ও নিরীক্ষা মন্তব্যসহ অন্যান্য বিষয়াদি আলোচিত হয়। আলোচিত সর্বমোট ৪১৯টি অডিট আপত্তি ও নিরীক্ষা মন্তব্যের মধ্যে ১৭১টির জবাব কমিটির কাছে সন্তোষজনক বিবেচিত হওয়ায় ঐগুলো মীমাংসিত বলে গণ্য হয় এবং মোট ২৪৮টি অডিট আপত্তি মন্তব্যের ওপর কমিটি সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করে।[১৭]

কার্যপ্রণালী বিধি সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি

জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৬৪ বিধি অনুযায়ী সভাপতিসহ ১২ জন সদস্য সমন্বয়ে স্পীকারের সভাপতিত্বে কার্যপ্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ১৯৯১ সালের নভেম্বর মাসে পুন:র্গঠিত হয়। ৭ জন সরকার দলীয় এবং ৫ জন বিরোধী দলীয় সদস্য নিয়ে এ কমিটি গঠিত হয়। এ কমিটি ৬টি বৈঠক করে। কার্যপ্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি উক্ত বিধির সংশোধনকল্পে একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করেন। উল্লেখ্য জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি ২২ জুলাই, ১৯৭৪ সংসদে গৃহীত হয়। এর পূর্বে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত কার্যপ্রণালী বিধি দ্বারা সংসদের কার্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রিত হ'ত। কমিটির পক্ষ থেকে এর সদস্য খন্দকার দেলোয়ার হোসেন, চীপ হুইপ, কার্যপ্রণালী বিধির ২৬৫ (১) বিধি অনুসারে ২৬ জানুয়ারী, ১৯৯২ তারিখে প্রতিবেদনটি সংসদে উপস্থাপন করেন। ৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২ তারিখে স্থায়ী কমিটির প্রতিবেদনটি বিবেচনার্থে গ্রহণ করা হয় ও সংসদ কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং ঐ তারিখেই বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।[১৮]

---

[১৭] এ বিষয়ে বিস্তারিত অবগতির জন্য দ্র. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, পঞ্চম জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির তৃতীয় প্রতিবেদন, জুলাই, ১৯৯৩।

[১৮] বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, বাংলাদেশ পঞ্চম জাতীয় সংসদের চতুর্থ (৪ জানুয়ারি, ১৯৯২ - ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২) অধিবেশনের কার্যবাহের সারাংশ।

Scanned with CamScanner

সরকারি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটি

সংসদ উপনেতা ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরীর প্রস্তাবক্রমে ২৪৫ বিধি অনুসারে সভাপতিসহ ৮ সদস্য সমন্বয়ে সরকারি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটির সভাপতিত্ব করেন খন্দকার দেলোয়ার হোসেন। এ কমিটি পঞ্চম সংসদের ১ম হতে ১০ম অধিবেশনে প্রদত্ত সরকারি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন সম্পর্কে প্রথম প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। ১ম হতে ১০ম অধিবেশনে মোট ৩৪৮টি প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছিল। ৩৪৮টির মধ্যে ৯৮টি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়েছিল। প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় যে, মন্ত্রীগণ প্রশ্নের উত্তরদানকালে ২৮০টি প্রতিশ্রুতি, মনোযোগ আকর্ষণের জবাবে ৩৮টি প্রতিশ্রুতি, জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় ৬টি প্রতিশ্রুতি, সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের ওপর আলোচনাকালে ৮টি প্রতিশ্রুতি, ৩০০ বিধির অধীন বিবৃতি প্রদানকালে ১টি প্রতিশ্রুতি এবং বিশেষ অধিকার প্রশ্ন আলোচনাকালে ১টি প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। প্রতিবেদন থেকে আরও দেখা যায় যে, ঐ সংসদে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিগুলোর সাথে জড়িত '৩১টি মন্ত্রণালয়ের মধ্যে ১টি ব্যতিত সব কয়টি মন্ত্রণালয়ের সচিব, অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম-সচিব, প্রধান প্রকৌশলী ও উপ-সচিবগণ উক্ত বৈঠকগুলোতে উপস্থিত হয়ে কমিটির সম্মুখে নিজ নিজ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিসমূহের বর্তমান অগ্রগতি সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন এবং (সাব-কমিটির) মাননীয় আহবায়ক ও সদস্যগণের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব প্রদান করেন।'

৫ম জাতীয় সংসদের ১ম হতে ২২তম অধিবেশন পর্যন্ত সর্বমোট প্রতিশ্রুতি সংখ্যা ৪৬৮ এর মধ্যে বাস্তবায়িত ৪৬৩, ১ম অধিবেশন হতে ১০তম অধিবেশন পর্যন্ত প্রতিশ্রুতির সংখ্যা ৩৪৮ টি এর মধ্যে ৯৮টি বাস্তবায়িত। ১ম অধিবেশন হতে ১০ম অধিবেশন পর্যন্ত সরকারি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটির মাননীয় সভাপতি ১৯৯৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ১ম প্রতিবেদন সংসদে উপস্থাপন করেন।

অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটি

জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৩৬ বিধি অনুসারে ১০ জন সদস্য সমন্বয়ে অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটি গঠিত হয়। জনাব আবদুর রউফ চৌধুরী ছিলেন এ কমিটির সভাপতি। এটি সংসদের অত্যন্ত শক্তিশালী কমিটি। এ কমিটির মধ্যে ৬ জন মনোনীত হন সরকারি দল থেকে এবং ৪ জন মনোনীত হয়েছিলেন বিরোধী দল থেকে। এ কমিটি ৩০ বার বৈঠকে মিলিত হয়ে জাতীয় সংসদে ৩টি প্রতিবেদন উপস্থাপন করে।

বেসরকারি সদস্যদের বিল ও সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটি

জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২২২ বিধি অনুসারে ১০ জন সদস্য সমন্বয়ে জনাব আবদুর রব চৌধুরীর সভাপতিত্বে বিল সম্পর্কিত কমিটি গঠিত হয়। ৬ জন সরকার

Scanned with CamScanner

দলীয় এবং ৪ জন বিরোধী দলীয় সদস্য থেকে এ কমিটি গঠিত হয়। উক্ত কমিটি ২টি বৈঠকে মিলিত হয়। ২টি বিল [The Muslim Family Laws (Amendment) Bill, 1993 এবং The Code of Civitl procedure (Amendment) Bill 1993] সম্পর্কে উক্ত কমিটির প্রতিবেদন এ কমিটির সভাপতি ১৯৯৩ সালের ২ ডিসেম্বর সংসদে উপস্থাপন করেন।[১৯]

বাছাই কমিটি

বাছাই কমিটি (সংবিধান সংশোধন ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সম্পর্কিত) জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২২৫ বিধি অনুসারে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী সালাহউদ্দিন ইউসুফের প্রস্তাবক্রমে ১১ সদস্য সমন্বয়ে ১টি বিল সম্পর্কিত বাছাই কমিটি গঠন করা হয়। বাছাই কমিটির মোট ১৩টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পঞ্চম জাতীয় সংসদে গঠিত একটি বাছাই কমিটিতে সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত দু'টি সরকারি বিল এবং বেশ কয়েকটি বেসরকারি বিল প্রেরণ করা হয়। সংবিধান (একাদশ) সংশোধন বিল, ১৯৯১ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে একটি নির্দ্দিষ্ট তারিখের মধ্যে[২০] প্রতিবেদ্দনদানের জন্য ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর প্রস্তাবক্রমে তাঁর সভাপতিত্বে গঠিত ১৫-সদস্য বিশিষ্ট একটি বাছাই কমিটিতে প্রেরণ করা হয়।[২১] ঐ দিনের বৈঠকে তাঁর প্রস্তাবক্রমে আরও একটি বিল সংবিধান (দ্বাদশ সংশোধন) বিল, ১৯৯১ একই তারিখের মধ্যে প্রতিবেদন দেয়ার জন্য ঐ একই বাছাই কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। তা ছাড়া একজন বেসরকারি সদস্য (জনাব আবদুস সামাদ আজাদ, বিরোধীদলের উপনেতা) এর প্রস্তাবক্রমে তাঁরও একটি সংবিধান (সংশোধন) বিল এবং অন্য একজন বেসরকারি সদস্য (জনাব রাশেদ খান মেনন) এর প্রস্তাবক্রমে তাঁর ৪টি সংবিধান (সংশোধন) বিলও ঐ বাছাই কমিটিতে একই তারিখের মধ্যে প্রতিবেদনদানের জন্য প্রেরণ করা হয়এর বাছাই কমিটির পক্ষে ঐ কমিটির সভাপতির প্রস্তাবক্রমে ঐ ৭টি বিল সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রদানের সময়সীমা সংসদ বাড়িয়ে দেয় এবং কমিটির সভাপতি ২৮ জুলাই ১৯৯১ তারিখ বাছাই কমিটির প্রতিবেদন পেশ করেন। উক্ত প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় যে,

(ক) সরকার কর্তৃক উত্থাপিত সংবিধান (একাদশ সংশোধন) বিল, ১৯৯১ এবং জনাব আবুদস সামাদ আজাদ কর্তৃক উত্থাপিত বেসরকারি বিলটির ২৩তম দফা মূলত: একই প্রকৃতির হওয়ায় ঐকমত্যের ভিত্তিতে সরকারি বিলটি কমিটিতে গৃহীত হয়।

---

[১৯] বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশ পঞ্চম জাতীয় সংসদের দ্বাদশ (২১ নভেম্বর, ১৯৯৩ - ৮ ডিসেম্বর, ১৯৯৩) অধিবেশনের কার্যবাহের সারাংশ।

[২০] ঐ নির্দিষ্ট তারিখটি ছিল ১৪ জুলাই, ১৯৯১।

[২১] জাতীয় সংসদ বিতর্ক : সরকারি প্রতিবেদন, ৯ জুলাই ১৯৯১।

Scanned with CamScanner

(খ) সংবিধান (দ্বাদশ সংশোধন) বিল, ১৯৯১ এবং জনাব আবদুস সামাদ আজাদের বিলটি একত্র করে সংবিধান (দ্বাদশ সংশোধন) বিল, ১৯৯১ চূড়ান্ত করা হয়।

(গ) জনাব রাশেদ খান মেননের বিলসমূহের মধ্য থেকে কয়েকটি বিধান সংবিধান (দ্বাদশ সংশোধন) বিল, ১৯৯১-এ সংযোজন করা হয়।

(ঘ) কমিটি ৭টি বিলের পরিবর্তে সংশোধিত আকারে সংবিধান (একাদশ সংশোধন) বিল, ১৯৯১ এবং সংবিধান (দ্বাদশ সংশোধন) বিল, ১৯৯১ সংসদে পাস করার সুপারিশ করে এবং বাছাই কমিটির প্রতিবেদন সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয়।

কমিটির একজন সদস্য (ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ) উভয় বিলে ভিন্নমত পোষণ করেন এবং তাঁর ঐ দু'টি ভিন্নমত কমিটির প্রতিবেদনের সাথে সন্নিবেশ করা হয়।[২২]

কার্য-উপদেষ্টা কমিটি

জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২১৯ বিধি অনুসারে স্পীকার কর্তৃক কার্যউপদেষ্টা কমিটি গঠিত হয়। জনাব স্পীকার আবদূর রহমান বিশ্বাস এ কমিটির সভাপতি ছিলেন। ১৫ জন সদস্য নিয়ে উক্ত কমিটি গঠিত হয়। এ কমিটির ৯ জন সরকার দলীয় এবং ৬ জন সদস্য বিরোধী দলীয় সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল।

সংসদ কমিটি

জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৪৯ বিধি অনুসারে মন্ত্রী আবদুল মতিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে সংসদ কমিটি গঠিত হয় ১২ জন সদস্য সমন্বয়ে।[২৩] এ কমিটিতে ৭ জন সদস্য মনোনীত হয়েছিলেন সরকারি দল থেকে এবং ৫ জন মনোনীত হয়েছিলেন বিরোধী দল থেকে।

পিটিশন কমিটি

জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৩১ বিধি অনুসারে সভাপতি শেখ রাজ্জাক আলীর সভাপতিত্বে ১০ সদস্য বিশিষ্ট পিটিশন কমিটি গঠিত হয়।[২৪] এ কমিটিতে ৬ জন মনোনীত হয়েছিলেন সরকারি দল থেকে এবং ৪ জন মনোনীত হয়েছিলেন বিরোধী দল থেকে। এ কমিটি ১০টি বৈঠক পরিচালনা করে সংসদে ২টি প্রতিবেদন উপস্থাপন করে। পঞ্চম জাতীয় সংসদে কার্যপ্রণালী বিধি সংশোধন করে পিটিশনের আওতা সম্প্রসারণ করা

---

[২২] বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র., বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, পঞ্চম জাতীয় সংসদের বিল সংক্রান্ত বাছাই কমিটির প্রতিবেদন ২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৪।

[২৩] বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, বুলেটিন-২, আইন শাখা-১, রবিবার, ৭ই এপ্রিল, ১৯৯১।

[২৪] বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ পঞ্চম জাতীয় সংসদের চতুর্থ (৪ জানুয়ারি, ১৯৯২ - ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২) অধিবেশনের কার্যবাহের সারাংশ।

Scanned with CamScanner

হয়।[২৫] জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির বিধানে পিটিশনের আওতায় যে তিনটি বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে সেগুলো হ'ল,

(১) সংসদে উত্থাপিত কোন বিল বা কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী গেজেটে প্রকাশিত বিল,

(২) সংসদে অনিষ্পন্ন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়,

(৩) জনগুরুত্বসম্পন্ন অন্য কোন বিষয়।[২৬]

তবে উপর্যুক্ত তৃতীয় বিষয়টির অর্থাৎ জনগুরুত্বসম্পন্ন অন্য কোন বিষয়ের আওতা সীমিত করে বিধান করা হয়েছে যে, নিম্নরূপ কোন বিষয় পিটিশনের বিষয় হিসেবে গ্রহণ যোগ্য হবে না :

১. কোন আইন আদালতে বিচারাধীন কোন বিষয় অথবা কোন বিধিবদ্ধ ট্রাইব্যুনাল বা কর্তৃপক্ষের বিবেচনাধীন কোন বিষয় কিংবা কোন কমিশন বা তদন্ত আদালতে নিষ্পন্ন হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে এমন কোন বিষয়,

২. কোন বাস্তব প্রস্তাব বা সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের মাধ্যমে সংসদে উত্থাপন করা যায় এমন কোন বিষয়,

৩. আইনের মাধ্যমে কিংবা সরকার বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত বিধি, উপবিধি বা প্রবিধানের মাধ্যমে সমাধা করা যায় এমন কোন বিষয়।[২৭] এছাড়া সংবিধানের ৮১ অনুচ্ছেদের (১) দফায় লিপিবদ্ধ কোন বিষয় কিংবা সংযুক্ত তহবিল থেকে অর্থ ব্যয় হতে পারে এমন কোন বিষয় সম্বলিত কোন পিটিশন রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতীত সংসদে পেশ করা যায় না।[২৮]

লাইব্রেরী কমিটি

জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৫৭ বিধি অনুসারে ডেপুটি স্পীকার জনাব হুমায়ুন খান পন্নীর সভাপতিত্বে ১০ সদস্য সমন্বয়ে লাইব্রেরী কমিটি গঠিত হয়।[২৯] এ কমিটিতে ৫ জন মনোনীত হয়েছিলেন সরকারি দল থেকে এবং ৫ জন মনোনীত হয়েছিলেন বিরোধী দল থেকে।

---

[২৫] বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, ৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২ (সংসদ সচিবালয় বিজ্ঞপ্তি নং ৪(১)/৯২-আইন-১ দ্র.)।

[২৬] জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী- বিধির ১০০ বিধি।

[২৭] জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ১০০ বিধি।

[২৮] জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ১০১ বিধি।

[২৯] বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ পঞ্চম জাতীয় সংসদের চতুর্থ (৪ জানুয়ারি, ১৯৯২ - ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২) অধিবেশনের কার্যবাহের সারাংশ।

Scanned with CamScanner

বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি

জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৪০ বিধি অনুসারে স্পীকার জনাব আবদুর রহমান বিশ্বাসের সভাপতিত্বে ১০ সদস্য সমন্বয়ে বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি পুন:গঠিত হয় ১৯৯১ সালের ৫ নভেম্বর তারিখে। ৬ জন সরকার দলীয় এবং ৪ জন বিরোধী দলীয় সদস্য নিয়ে এ কমিটি গঠিত হয়। পঞ্চম জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকার কমিটি সর্বাধিক সংখ্যক প্রতিবেদন সংসদে পেশ করেন। এ কমিটির ৮টি প্রতিবেদনে ১৩টি বিষয় নিষ্পত্তি করা হয়। ১৯৯১ সালের ২৬ ডিসেম্বর, ৩০ ডিসেম্বর, ১৯৯২ সালের ২, ১১ এবং ৩০ জানুয়ারী তারিখে এ কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।[৩০] এ প্রতিবেদনসমূহে কয়েকটি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করা হয়, কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ অধিকার ক্ষুন্নের প্রশ্ন জড়িত নয় মর্মে অভিমত ব্যক্ত করা হয়। বিশেষ অধিকার কমিটির প্রতিবেদনসমূহে যেসব বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে কোন কোনটি সংসদের এবং কোন কোনটি সংসদ-সদস্যদের কিংবা কোন একজন সংসদ সদস্যের বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত। তবে কোন সংসদীয় কমিটির বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত কোন বিষয় এসব প্রতিবেদনে স্থানলাভ না করলেও একটি সংসদীয় কমিটির আওতা সম্পর্কিত বিষয় একটি প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু ছিল।

সংসদের বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত একটি বিষয়ে প্রমাণিত হয় যে, সংসদে একটি তারকাচিহ্নিত প্রশ্নের[৩১] জবাবদান কালে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ভুল তথ্য পরিবেশন করেন। এ বিষয়ে কমিটির প্রতিবেদনে বলা হয় :

> 'কমিটি বিষয়টি বিবেচনাপূর্বক সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, সংসদে মাননীয় সদস্যদের যে কোন প্রশ্নের জবাবে মাননীয় মন্ত্রীগণ কর্তৃক সঠিক উত্তরদানের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সচিবগণ তাঁদের ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব সতর্কতার সাথে পালন করবেন এবং সাবধানতা অবলম্বন করবেন। ভবিষ্যতে অনুরূপ ভুল উত্তর প্রদান করা হলে সংশ্লিষ্ট সচিব/সচিবগণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'

সংসদের বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত অপর একটি বিষয় ছিল জাতীয় সংসদ সচিবালয় সংক্রান্ত। বিষয়টি বিশেষ অধিকার কমিটিতে প্রেরণ করা হলে কমিটি সংসদে যে প্রতিবেদন পেশ করে তার মূল অংশটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হ'ল:

---

৩০ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, পঞ্চম জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির তৃতীয় ও চতুর্থ প্রতিবেদন, ১৯৯১।

৩১ জনাব মো. রহমত আলী, সদস্য, কর্তৃক ১৮ জুন, ১৯৯১ তারিখে উত্থাপিত শ্রীপুর সদর স্বাস্থ্য কেন্দ্রের এ্যাম্বুলেন্স সম্পর্কিত তারকাচিহ্নিত প্রশ্ন ২১১।

Scanned with CamScanner

১. বিগত ১৫-১০-৯১ তারিখে অনুষ্ঠত জাতীয় সংসদের বৈঠকে মাননীয় সংসদ-সদস্য এ্যাডভোকেট ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু সংবিধানের ৭৯ অনুচ্ছেদের বিধানের প্রতি মাননীয় স্পীকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং সংসদ সচিবালয়কে আইন মন্ত্রণালয়ের একটি বিভাগ হিসাবে মন্ত্রী পরিষদ বিভাগের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে কিনা জানতে চান। কিন্তু তিনি মাননীয় স্পীকারের দৃষ্টি আকর্ষণে ব্যর্থ হলে পরবর্তী পর্যায়ে মাননীয় সংসদ-সদস্য জনাব রাশেদ খান মেনন ঐ প্রশ্নটি পুনরায় উত্থাপন করেন এবং পরে জনাব শম্ভু মন্ত্রী পরিষদ বিভাগের ১৩-১০-৯১ তারিখের একটি সার্কুলার সংগ্রহ করেছেন বলে সংসদকে জানান এবং এর অংশ-বিশেষ পাঠ করে শোনান। এ বক্তব্যের সূত্রে বিষয়টি সম্পর্কে সংসদে এক দীর্ঘ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এবং মাননীয় আইন মন্ত্রী, সংসদ উপনেতা, কৃষি মন্ত্রী, প্রধান হুইপ, তথ্য মন্ত্রী এবং বিরোধীদলীয় উপ-নেতাসহ মোট ২০ জন মাননীয় সংসদ সদস্য উক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

২. আলোচনাকালে সংসদে এ মর্মে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয় যে, সংবিধানের ৭৯ অনুচ্ছেদের বিধান মোতাবেক সংসদ সচিবালয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন। সংসদে অনুষ্ঠিত আলোচনার প্রেক্ষিতে মাননীয় স্পীকার বিষয়টি বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করেন।

৩. বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি মাননীয় স্পীকারের সভাপতিত্বে মোট ৫টি বৈঠকে মিলিত হয়ে বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনাপূর্বক জাতীয় সংসদ সচিবালয় বিল, ১৯৯২ এর একটি খসড়া অনুমোদন করেন এবং উক্ত খসড়া যথাযথভাবে বিল আকারে সংসদে উত্থাপনের সুপারিশ করেন।[৩২]

বিশেষ কমিটি

পঞ্চম জাতীয় সংসদে ৪টি বিশেষ কমিটি গঠিত হয়েছিল। জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৬৬ বিধি অনুসারে সভাপতি সহ ১৫ জন সদস্য নিয়ে এ কমিটি গঠিত হয়। এ কমিটিতে ৮ জন সদস্য মনোনীত হয়েছিলেন সরকারি দল থেকে এবং ৭ জন মনোনীত হয়েছিলেন বিরোধী দল থেকে। জনাব স্পীকার ছিলেন এ কমিটির সভাপতি। এ বিশেষ কমিটিকে আরও দু'জন সদস্য কো-অপ্ট করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল, কিন্তু কমিটি এ ক্ষমতা প্রয়োগ করেনি। ৪টি বিশেষ কমিটির মধ্যে দু'টি কমিটিতে সংসদে উত্থাপিত ৬টি সরকারি বিল পরীক্ষা-নিরীক্ষার দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এগুলোর মধ্যে একটি বিশেষ কমিটিতে রাষ্ট্রপতি ও অন্যান্যদের পারিশ্রমিক, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কিত ৫টি বিল একই সঙ্গে প্রেরিত হয় এবং ঐ বিলগুলো সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়।[৩৩] অপর বিশেষ কমিটিতে একটি বিল প্রেরণ করা হয়।[৩৪]

---

৩২ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, পঞ্চম জাতীয় সংসদ জাতীয় সংসদ সচিবালয় সম্পর্কিত বিল প্রণয়ন প্রসঙ্গে বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির প্রতিবেদন।

৩৩ জাতীয় সংসদ বিতর্ক : সরকারি প্রতিবেদন, ২৩ অক্টোবর, ১৯৯১।

Scanned with CamScanner

অপর দু'টি বিশেষ কমিটির মধ্যে একটি গঠিত হয়েছিল বাংলাদেশ সরকারের কৃষি, সেচ, পানি উন্নয়ন ও বণ্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রী মেজর (অব:) মজিদ-উল হকের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ সংসদ সদস্য তোফায়েল আহমেদের আনীত দুর্নীতির অভিযোগ যাচাইয়ের জন্য।[৩৫] ভোলায় বেড়ীবাঁধ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বরাদ্দকৃত ৯শ' কোটি টাকার মধ্যে ৬শ' কোটি টাকা আত্মসাৎ হয় এবং যে প্রতিষ্ঠান আত্মসাতের সাথে জড়িত তার সঙ্গে সেচ মন্ত্রীর সম্পর্ক আছে বলে তোফায়েল আহমেদ অভিযোগ করেন। পঞ্চম জাতীয় সংসদে গঠিত চতুর্থ বিশেষ কমিটির ওপর শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস দমন পর্যালোচনা করে প্রতিবেদন দানের দায়িত্ব দেয়া হয়।[৩৬] এ কমিটি একটি প্রাথমিক এবং চূড়ান্ত প্রতিবেদন পেশ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এ কমিটির কর্ম শর্তাবলী (Terms of Reference) নির্ধারণের দায়িত্ব ঐ কমিটির ওপর ন্যস্ত ছিল। এ বিশেষ কমিটির প্রাথমিক প্রতিবেদনে বলা হয় যে, কমিটি ১২টি বৈঠকে মিলিত হয়েও কর্ম শর্তাবলী প্রণয়ন করতে পারেনি এবং কর্ম শর্তাবলী সম্পর্কে বিশেষ কমিটিতে অচলাবস্থা বিরাজ করছে। চূড়ান্ত প্রতিবেদনে বলা হয় যে, বিশেষ কমিটি ১৫টি বৈঠকে মিলিত হয়েও কর্ম শর্তাবলী চূড়ান্ত করতে সক্ষম হননি, তবে এ প্রতিবেদনের সাথে বিশেষ কমিটির পনেরটি বৈঠকের প্রত্যেকটিতে অনুষ্ঠিত আলোচনার হুবহু কার্যবাহের প্রতিবেদনের সাথে সংযুক্ত করা হয়।

পঞ্চম জাতীয় সংসদের বিভিন্ন বৈঠকে গঠিত কমিটিসমূহের ভূমিকার মূল্যায়ন

পঞ্চম জাতীয় সংসদ ২২টি অধিবেশনে (সরকারি ৩৩৩+বেসরকারি ৬৭) মোট ৪০০ কার্যদিবসে ১৮৩৪.১২ ঘন্টা সময় ব্যয় করে। পঞ্চম জাতীয় সংসদে গৃহীত ১৭৩টি বিলের মধ্যে ১০২টি বিলের মৌলিক, ৭১টি অধ্যাদেশ। ১৭৩টি বিলের মধ্যে ৫১টির ওপর পর্যাপ্ত, ৫৫টির ওপর মোটামুটি আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এবং ৬৭টি বিল কোনরূপ আলোচনা ব্যতীত পাস করা হয়। সংসদে পর্যাপ্ত আলোচিত বিলগুলোর ওপর সরকারি এবং বিরোধী দলীয় সদস্যদের অংশ গ্রহণ ছিল সন্তোষজনক, আলোচনা ও সমালোচনা ছিল প্রাণবন্ত।[৩৭] পঞ্চম জাতীয় সংসদ পর্যাপ্ত কমিটি কাঠামো প্রণয়ন করে এবং পঞ্চম জাতীয় সংসদে সংসদীয় কমিটিসমূহ (৫৩টি) সদস্যদের সন্তোষজনক উপস্থিতিতে ১২৮২ বৈঠক পরিচালনা করে।[৩৮] পঞ্চম জাতীয় সংসদ পর্যাপ্ত কমিটি কাঠামো প্রণয়ন করেছিল।

---

[৩৪] জাতীয় সংসদ বিতর্ক : সরকারি প্রতিবেদন, ৮ ডিসেম্বর, ১৯৯৩।

[৩৫] খোন্দকার আবদুল হক মিয়া, সংসদীয় রীতিও পদ্ধতি (অপ্রকাশিত গ্রন্থ), পৃ. ৪৩৩।

[৩৬] জাতীয় সংসদ বিতর্ক : সরকারি প্রতিবেদন, ১৫ অক্টোবর, ১৯৯১।

[৩৭] ড. রাকিবা ইয়াসমিন, "বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রে সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থার ভূমিকা (১৯৭২-৯৬): একটি পর্যালোচনা", অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০২, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, পৃ. ১৮৪-২৩৬।

[৩৮] বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, কমিটি শাখা-২, নথিনং ৫/(২)/৯৪-কমিটি-২।

Scanned with CamScanner

জাতীয় সংসদের সব সদস্যেরই কমিটি ব্যবস্থায় প্রতিনিধিত্ব রয়েছে এবং এভাবে ৩৩০ জন সংসদ সদস্যের প্রত্যেকেই অন্তত একটি কমিটির সদস্য। পঞ্চম জাতীয় সংসদের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হ'ল এতে সুসংগঠিত এবং শক্তিশালী বিরোধীদলের উপস্থিতি ছিল। পূর্বের সংসদগুলোতে ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় ট্রেজারি বেঞ্চের বিশেষ সুবিধা ছিল। কিন্তু বর্তমান সংসদে ৩৩০ জন সংসদ সদস্যদের মধ্যে ১৫৭ জনই বিরোধী দলীয় এবং তারা সংসদে বরাবরই সরব থেকেছেন।[৩৯] এ সংসদে গঠিত কমিটিগুলো বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা সম্বন্ধে তদন্ত করে এসব সংগঠনের অনিয়ম দূর করার ব্যাপারে সুপারিশ প্রদান করে। পঞ্চম জাতীয় সংসদ পূর্ববর্তী সংসদগুলোর তুলনায় অপেক্ষাকৃত ভাল কাজ করেছে। এ সংসদে গঠিত কমিটিগুলো অভিযোগ করেছে, কিছু সংস্থা তাদের সুপারিশসমূহকে অগ্রাহ্য করেছে। মন্ত্রীদের দ্বারা পরিচালিত কমিটিগুলোর অধিকাংশই নিয়মিতভাবে অধিবেশন পরিচালিত করে না। যেসব অনিয়মিত অধিবেশন হয় সেগুলোতে জনস্বার্থ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আলাপ আলোচনা হয়। সংসদীয় গণতন্ত্রের সফলতা প্রকৃতপক্ষে সংসদীয় স্থায়ী কমিটিসমূহের কার্যকরি ভূমিকার ওপর নির্ভর করে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যদি কমিটি কর্তৃক প্রেরিত সুপারিশসমূহ অস্বীকার করে বা এর প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করে এক্ষেত্রে সংবিধানে কোন সুস্পষ্ট বিধান নেই। যর্দি স্থায়ী কমিটিগুলোকে কার্যকরিভাবে চালু করা যায় তবেই কেবলমাত্র সংসদ সদস্যগণ খসড়া বিলসমূহ সম্বন্ধে আলোচনা করার সুযোগ পেতে পারেন। কিন্তু সাধারণত এটা করা হয় না যা সুস্পষ্টরূপে সংবিধান বিরোধী। এর ফলে বিরোধী দলীয় সদস্যগণ সংসদীয় এবং শাসন বিভাগীয় প্রক্রিয়া থেকে দূরে সরে যান এবং তথাকথিত সংসদীয় গণতন্ত্র প্রকৃতপক্ষে একটি একদলীয় শাসনব্যবস্থায় পরিণত হয়।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বাংলাদেশে অন্য চারটি সংসদের তুলনায় পঞ্চম জাতীয় সংসদে কমিটি ব্যবস্থা অধিক কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। পঞ্চম সংসদ থেকেই কমিটি ব্যবস্থা কাজ করতে শুরু করেছে এটা বলা যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও বেশ কিছু সমস্যা বিদ্যমান ছিল। পঞ্চম জাতীয় সংসদে গঠিত ১১টি সংসদীয় কমিটির মধ্যে ৬টি কমিটির মোট ২৬টি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত ৩৫টি কমিটির ৮টি প্রতিবেদন এবং ৫টি বিশেষ কমিটির মধ্যে ১টি কমিটির ২টি প্রতিবেদনসহ মোট ৩৬টি প্রতিবেদন সংসদে উপস্থাপিত হয়। সংসদীয় কমিটি ৫টি, মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ২৭টি ও বিশেষ কমিটি ৪টি মোট ৩৬টি কমিটি কোন প্রতিবেদন সংসদে উপস্থাপন করেনি।[৪০] আওয়ামী লীগ ১৯৯৫ সালের ৫ এপ্রিল থেকে ১৯৯৫ সালের নভেম্বর পর্যন্ত

---

[৩৯] দৈনিক *ইত্তেফাক*, ২৫ মে, ১৯৯৪।

[৪০] পূর্বোক্ত।

Scanned with CamScanner

একক বা যৌথভাবে অধিক সংখ্যকবার সংসদ অধিবেশন থেকে ওয়াক আউট করেছে। মন্ত্রণালয় বিষয়ক বেশ কিছু সংসদীয় কমিটির সভাপতি 'মন্ত্রী' হওয়ার কমিটিগুলো যথাসময়ে, মনোযোগের সাথে এবং কার্যকর বস্তুনিষ্ঠতার সাথে দায়িত্ব পালন করতে পারেনি বলে তৎকালীন বিরোধী দলও গবেষকগণ ব্যাপকভাবে অভিমত প্রকাশ করেছে। এ জন্য বিভিন্ন স্থায়ী কমিটির প্রধান হিসেবে সংসদে দলীয় সদস্য সংখ্যার অনুপাতে নিয়োগ করার অভিমত প্রদান করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যে কমিটিসমূহের প্রধান হিসেবে জ্যেষ্ঠ বিরোধী সাংসদদের নিয়োগের বিধান রয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ওপরে বর্ণিত কমিটির প্রতিবেদন এবং সুপারিশ সরকার কর্তৃক গৃহীত হলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কমিটিসমূহের পরামর্শ বাস্তবায়িত হয়নি। এ প্রসঙ্গে সরকারি হিসাব কমিটির উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। ১৯৯০ সালের জুলাই মাসে পাবলিক একাউন্টস কমিটির তৃতীয় প্রতিবেদন উল্লেখ করা হয় যে, অনেক ক্ষেত্রেই এর সুপারিশগুলোকে গুরুত্ব দেয়া হয় না এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে মোটেই বাস্তবায়িত হয় না। তবে পঞ্চম জাতীয় সংসদের অধীনে চতুর্থ সরকারি হিসাব কমিটি সর্বপ্রথম ১৯৯২ সালের ১৭ নভেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত মূল কমিটির বৈঠকে কমিটির সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য সাত সদস্যের একটি 'এ্যাকশন টেকেন' কমিটি গঠন করেন। সংসদের কমিটির তৃতীয় প্রতিবেদন পেশ করার পর থেকে অ্যাকশন টেকেন কমিটি সর্বমোট ৭টি বৈঠকে মিলিত হয়ে বিভিন্ন সুপারিশ বাস্তাবায়ন করার সিদ্ধান্ত প্রদান করে।[৪১] কমিটির প্রতিবেদনের গুরুত্বহীনতার আর একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। সরকারি প্রতিষ্ঠান কমিটি কর্তৃক সরকারি সংস্থাগুলোর অব্যবস্থার অসঙ্গতি সম্বলিত দু'টি প্রতিবেদন উপস্থাপন করা সত্ত্বেও দুর্নীতিসহ অন্যান্য অনিয়ম দূর করার ক্ষেত্রে কর্তৃক পক্ষের পদক্ষেপ গ্রহণ পরিলক্ষিত হয়নি। নির্বাহী বিভাগের দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করতে এবং সংসদকে কার্যকর রাখার জন্য সংসদীয় কমিটি গুলোর তড়িৎ দায়িত্ব পালনসহ প্রতিবেদন প্রদান বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়, কিন্তু পঞ্চম জাতীয় সংসদের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি কমিটি ঐকমত্যের অভাবে দীর্ঘদিন ধরে অকার্যকর ছিল। কৃষি মন্ত্রীর দুর্নীতি সংক্রান্ত তদন্ত কমিটি স্পীকারের নেতৃত্ব গঠিত হয় এবং এক ডজনেরও অধিকবার বৈঠক করেও এর চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রদানে ব্যর্থ হয়।[৪২] সংসদীয় ব্যবস্থার উপযোগটি নতুন বিধিমালা প্রণয়নে গঠিত সংশ্লিষ্ট কমিটি বিভিন্ন বৈঠক করেও ঐকমত্যে পৌছাতে ব্যর্থ হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এসব সংসদীয় কমিটিসমূহের অকার্যকারিতার নেতিবাচক প্রভাব সার্বিকভাবে কমিটি ব্যবস্থার ওপর পড়ে এবং সংসদ

---

৪১ L.K. Siddiqui and Others, ÒMaking Parliament Effective : A British Experience : A ReportÓ, Dhaka, December, 1994, p. 42.

৪২ দৈনিক ইত্তেফাক, ২৫ মে, ১৯৯৪।

Scanned with CamScanner

কর্তৃক সরকারের জবাবদিহিতা অর্জনের ব্যাপারটি অনুপস্থিত থেকে যায়। পঞ্চম সংসদের ২২টি অধিবেশনে সর্বমোট ১৭২টি বিল পাস হয়েছে। তন্মধ্যে বেসরকারি বিল ১টি। বিরোধীদলের সদস্যরা মোট ৫৮ বার ওয়াক আউট করেন। এর মধ্যে সব দল সম্মিলিতভাবে ১৬ বার। আওয়ামী লীগ এককভাবে ১৫ বার, জাতীয় পার্টি ৯ বার এবং জামায়াতে ইসলাম ৬ বার।

সংসদীয় কমিটিগুলোর সময়ানুগ দায়িত্ব পালনও দ্রুত প্রতিবেদন প্রণয়ন সাফল্যজনক হলেও সংসদের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কমিটি কার্যকর ভূমিকা পালনে অপারগ থেকেছে। এক্ষেত্রে কমিটিগুলোর ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলীয় সদস্যদের ঐকমত্যের অভাব মূল অন্তরায় হিসেবে দেখা দিয়েছে। একটি কমিটি জেলা পরিষদের কাঠামো সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হয়। সংসদীয় ব্যবস্থার উপযোগী নতুন বিধিমালা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট কমিটি ব্যর্থ হয়েছে। কৃষি মন্ত্রীর দুর্নীতি সংক্রান্ত স্পীকারের নেতৃত্বধীন একটি কমিটি ও 'ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ' অসহযোগিতার কারণে প্রতিবেদন প্রণয়নেও ব্যর্থ হয়। সংসদীয় বিশেষ কমিটিতে বিবেচনাধীন থাকা অবস্থায় সরকারি দল সন্ত্রাস বিরোধী একটি বিল পাশ করে। সংবিধানে ৭৬ (২) অনুচ্ছেদও সংসদীয় বিধির ২৪৬ (এ) নম্বর বিধিটি সংশোধন করে বিলসমূহ সংসদে উপস্থাপনের পূর্বে সংশ্লিষ্ট কমিটি পর্যায়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার বাধ্যবাধকতা আরোপ করা প্রয়োজন বলে অনেকে অভিমত দিয়েছিলেন।[৪৩] মন্ত্রণালয় বিষয়ক বেশ কিছু সংসদীয় কমিটির প্রধান 'মন্ত্রী' হওয়ায় কমিটিগুলো যথাসময়ে, মনোযোগের সাথে এবং কার্যকর বস্তুনিষ্ঠতার সাথে দায়িত্ব পালন করতে পারেনি বলে তৎকালীন বিরোধী দল ও গবেষকগণ ব্যাপকভাবে অভিমত প্রকাশ করেছেন। এজন্য বিভিন্ন স্থায়ী কমিটির প্রধান হিসেবে বিরোধীদলের জ্যেষ্ট সংসদ-সংদস্যদের নিয়োগ করার অভিমত প্রদান করা হয়েছে।

যুক্তরাজ্য ও ভারতে কমিটিসমূহের প্রধান হিসেবে জ্যেষ্ঠ বিরোধী সংসদ সদস্যদের নিয়োগের বিধান রয়েছে।[৪৪] সপ্তম জাতীয় সংসদে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের পক্ষ থেকে সংসদীয় কমিটি বিষয়ে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার সাধিত হয়েছে। প্রথমত, বর্তমানে সংসদীয় কমিটিগুলোর প্রধান হিসাবে মন্ত্রীর বদলে সরকার দলীয় কোন সংসদ সদস্যকে নিয়োগ প্রদান করা হচ্ছে এবং দ্বিতীয়ত, সব বিল সংশ্লিষ্ট কমিটির পরীক্ষা-

---

৪৩ The Summary Proceedings of the Workshop on the Committee System, Dhaka, 1993.

৪৪ তারেক এম. টি. রহমান, "জবাবদিহিমূলক ও স্বচ্ছ প্রশাসন নিশ্চিতকরণে সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থা : বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একটি পর্যবেক্ষণ", *সামাজিক বিজ্ঞান জার্নাল*, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৬, পৃ. ২০।

Scanned with CamScanner

নিরীক্ষার পর সংসদে উত্থাপিত হচ্ছে। কমিটির প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর তা সংসদ কর্তৃক গৃহীত হচ্ছে।[৪৫]

উপসংহার

সংসদীয় কমিটির সাহায্য ব্যতীত সংসদের স্বত:স্ফূর্ততা ও কার্যকারিতা বিপন্ন হয় এবং সংসদীয় কমিটির কার্যকারিতা আবার বেশ কিছু বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। এগুলোর মধ্যে :

১. দেশে রাজনৈতিক উন্নয়নের পর্যায়,
২. সংসদীয় গণতন্ত্রের ঐতিহ্য,
৩. সরকার ব্যবস্থার ধরন,
৪. সংসদে দলীয় কার্যক্রমের ধরন,
৫. সংসদ সদস্য ও কমিটি সদস্যদের ব্যক্তিগত যোগ্যতা,
৬. কমিটির দায়িত্ব ও কর্তৃত্বের মাত্রা এবং
৭. দেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক ও প্রশাসনিক অবস্থা।

অনগ্রসর রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সংসদ কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে না। সংসদ ও কমিটিসমূহের কার্যকর ভূমিকা রাখার জন্য সংসদীয় গণতন্ত্রের ঐতিহ্য থাকা প্রয়োজন। দেশের সরকার ব্যবস্থা যদি বার বার পাল্টায়, বার বার সংসদীয় এবং রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের ব্যবস্থা রদবদল হয় এবং সামাজিক সরকার স্বৈরতান্ত্রিকভাবে দেশ শাসন করে তবে সংসদীয় কমিটিগুলো গতিশীলতা হারায়। কখনও আবার মুখ থুবড়ে পড়ে। অন্যদিকে সংসদে যদি কোন দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকে তবে সংসদীয় কমিটির গঠন ও কর্মকাণ্ডে ঐ দলের প্রভাব পড়ে। কমিটির কার্যক্রমও অনুরূপভাবে প্রভাবিত হয়। শক্তিশালী বিরোধীদলের উপস্থিতিতে সংসদীয় কমিটিকে অধিকতর সচল দেখা যায়। সংসদীয় কমিটির প্রধান ও অন্যান্য সদস্যগণ অভিজ্ঞ, উদ্যমী ও দায়িত্বশীল না হয়ে যদি অযোগ্য লোকদের নিয়ে গঠিত হয়, তবে সে কমিটি কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে না। অনগ্রসর ও স্বৈরতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অযোগ্য ও তাবেদার লোকদের নিয়ে কমিটি গঠন করার অসংখ্য নজির রয়েছে। কমিটির কার্যকারিতা কমিটিকে প্রদত্ত বৈধ দায়িত্ব ও কর্তৃত্বের ওপর অনেকটা নির্ভরশীল। দায়িত্বের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কর্তৃত্ব কমিটিকে প্রদান না করলে কমিটি ঠিকমত কাজ করতে পারে না। উপরোক্ত সব বিষয়ই আবার দেশের আর্থ-

[৪৫] খোন্দকার আবদুল হক মিয়া, "জাতীয় সংসদে কমিটি-ব্যবস্থা", *কনফারেন্স পেপার*, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয় (ঢাকা : ইউএনডিপি, ১৯৯৯), পৃ ৯।

সামাজিক ও প্রশাসনিক অবস্থা দ্বারা প্রভাবিত হয়। প্রশাসন ঔপনিবেশিক চরিত্রমণ্ডিত হলে তা সংসদ ও সংসদীয় কমিটিকে সব সময়ই পঙ্গু করে রাখে।

পরিশেষে বলা যায় যে, প্রথম চারটি সংসদ দৃশ্যত আইনের কোন বড় ধরনের পরিবর্তন করতে পারেনি। কিন্তু পঞ্চম জাতীয় সংসদ কার্যপ্রণালী পরিবর্তনের উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা নিয়েছে। ১৯৯১ সালে সংসদীয় রাজনীতির এক নবযাত্রা শুরু হয়। এ সময় যেসব পরিবর্তন সাধিত হয় সেগুলোকে উল্লেখযোগ্য এবং অতীতের সাথে তুলনা করে বৈপ্লবিক বলা চলে।[৪৬] পঞ্চম জাতীয় সংসদ শাসন বিভাগকে দুর্বল না করেই বিভিন্ন সংস্কার করেছে। সংসদ সদস্যদের যথার্থ ও উপযুক্ত দায়িত্ব পালনের সেরা ক্ষেত্র হ'ল বিভিন্ন স্থায়ী কমিটিসমূহ। এসব কমিটিতে কমিটির সভাপতিত্ব বরাদ্দের ক্ষেত্রেও বিরোধী সদস্যদেরকে উপযুক্ত সংখ্যক পদ প্রদান করা দরকার। সংসদের কমিটিগুলো প্রকৃতপক্ষে সক্রিয় হতে পারলে সরকার ও প্রশাসন ক্রমশ জবাবদিহিতার আওতায় আসবে এবং স্বচ্ছতর হবে।

---

৪৬ Nizam Ahmed, "Reforming the Parliament in Bangladesh Constraints and Political Dilemmas," *Commonwealth and Comparative Politics*, Vol. 1, Number 36, Frankcass and Co. Ltd., London, 1998, p. 80.

Scanned with CamScanner